গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, হবিগঞ্জ
(সাধারণ শাখা)
www.habiganj.gov.bd

জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির জানুয়ারি/ ২০১৯খ্রি: মাসের সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মাহমুদুল কবীর মুরাদ
জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ

সভার তারিখ ও সময় : ২০ জানুয়ারি, ২০১৯; সকাল ১০: ০০ ঘটিকা
স্থান : জেলা প্রশাসকের সভা কক্ষ, হবিগঞ্জ।
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-'ক'

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয় । অতঃপর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও সদস্য-সচিব, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি, হবিগঞ্জ বিগত ১৮.১২.২০১৮খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। কোন সংযোজন-বিয়োজন না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ হয়। অতঃপর গত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা, বিভিন্ন বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

ক্রঃ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	আইন-শৃঙ্খলা		
১	**পুলিশ বিভাগ :**		
	পুলিশ সুপার, হবিগঞ্জ এর প্রতিনিধি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বলেন, এ জেলার জনগণের জানমাল নিরাপদ রাখার দায়িত্ব পালনে পুলিশ বিভাগ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তিনি যে কোন ধরনের সমস্যা হলে তাৎক্ষনিকভাবে আইনশৃংখলা রক্ষা বাহিনীকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি বলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের আশেপাশে এবং রাস্তায় বখাটেরা যাতে ছাত্রীদের ইভটিজিং/হয়রানী করতে না পারে সে জন্য পুলিশ টহল অব্যাহত আছে। তাছাড়া বাল্য বিবাহ রোধ এবং নারী শিশু নির্যাতন বন্ধে আইন আনুযায়ী তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন কমিউনিটি পুলিশিং এ জনগণের সহায়তা নিয়ে পুলিশ বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে।	(ক)উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়। (খ)শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের আশেপাশে এবং রাস্তায় পুলিশ টহল অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়।	(ক) পুলিশ সুপার, হবিগঞ্জ। **(খ)** পুলিশ সুপার, হবিগঞ্জ।
২	**আনসার ও ভিডিপিঃ**		
	জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, হবিগঞ্জ এর প্রতিনিধি জানান জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ৭০ দিনের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন গ্রাম প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।	(ক) প্রশিক্ষণ চলামান রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়।	(ক)কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, হবিগঞ্জ।
	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ		
৩	**জেলা পরিষদ :**		
	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, হবিগঞ্জ জানান যে, ৬ কোটি টাকা এডিবি'র বরাদ্দ পাওয়া গিয়াছে। প্রকল্প গ্রহণের কাজ চলছে। তিনি বলেন ঈদগাহের পুকুরের চারপাশে গাইড ওয়াল ও ঘাটলা নির্মাণের জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি, হবিগঞ্জ বলেন প্রতিটি প্রকল্প জনবান্ধব হতে হবে এবং প্রকল্পের কাজের গুণগত মান বজায় রাখতে হবে। তাছাড়া তিনি জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে প্রকল্প গ্রহণের অনুরোধ জানান।	(ক) প্রাপ্ত বরাদ্দ দ্বারা জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে দ্রুত প্রকল্প গ্রহণ এবং নিয়মিত কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়। (খ) ঈদগাহের পুকুরের চারপাশে গাইড ওয়াল ও ঘাটলা নির্মাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য অনুরোধ করা হয়।	(ক)প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, হবিগঞ্জ। (খ)প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, হবিগঞ্জ।
৪	**স্থানীয় সরকার :**		
	উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, হবিগঞ্জ জানান যে, উপজেলা, পৌরসভা এবং ইউনিয়নের তথ্য বাতায়ন নতুন ফরম্যাটে হালনাগাদকরণ এবং উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে তথ্য আপলোড করার জন্য নির্দেশনা রয়েছে। এ বিষয়ে ৬.১১.১৭ তারিখের ১০৩০(১৬৫) এবং ০৭.১১.১৭ তারিখের ১০৩২(১৬৬) নং স্মারকে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) এবং পৌর মেয়র/ প্রশাসককে এ ব্যাপারে জরুরিভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। তিনি এলজিএসপির প্রকল্পসমূহ পরিদর্শনের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) কে অনুরোধ করেন এবং প্রকল্প শুরুর আগে এবং পরে ছবি তুলে নথিতে সংরক্ষণের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি জন্ম নিবন্ধন সনদের প্রতিবেদন প্রেরণের সময় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই বাছাই পূর্বক প্রেরণের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে অনুরোধ করেন। অতিরিক্ত জেলা	(ক) উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন তথ্য বাতায়ন এবং ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদকরণ এবং নিয়মিত তথ্য আপলোডের জন্য এবং নিজ নিজ ওয়েবসাইটে আপলোড নিশ্চিতকরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। (খ) এলজিএসপির প্রকল্পসমূহ পরিদর্শনের জন্য এবং প্রকল্প শুরুর আগে এবং পরে ছবি তুলে নথিতে সংরক্ষণের জন্য অনুরোধ করা হয়।	(ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসার(সকল), পৌর মেয়র/ প্রশাসক(সকল) হবিগঞ্জ। (খ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) হবিগঞ্জ।

	প্রশাসক (সার্বিক), হবিগঞ্জ বলেন, এখন পর্যন্ত সকল অফিসে তথ্য অধিকার কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় নাই। তিনি অন লাইনে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতি, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি, হবিগঞ্জ বলেন, উপজেলা, পৌরসভা এবং ইউনিয়নের তথ্য বাতায়নসমূহ হালনাগাদ না করা হলে জনগণ তাৎক্ষণিক সেবা থেকে বঞ্চিত হবে এবং সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্থ হবে। তিনি নিয়মিত তথ্য হালনাগাদ সহ আপলোডের জন্য অনুরোধ করেন। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সকল অফিসে ই-ফাইলিং কার্যক্রম জোরদার করার জন্য তিনি পুনরায় আহবান জানান । তিনি সকল অফিসে তথ্য অধিকার কর্মকর্তা নিয়োগের এবং অন লাইনে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।	(গ) সকল অফিসে তথ্য অধিকার কর্মকর্তা নিয়োগের এবং অন লাইনে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। (ঘ) জন্ম নিবন্ধনের প্রতিবেদন সঠিকভাবে যাচাই বাছাই পূর্বক প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। (ঙ) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ই-ফাইলিং কার্যক্রম জোরদার করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	(গ) বিভাগীয় প্রধান (সকল), হবিগঞ্জ। (ঘ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার(সকল), হবিগঞ্জ। (ঙ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার(সকল),হবিগঞ্জ/ বিভাগীয় প্রধান (সকল), হবিগঞ্জ ।
৫	**উপজেলা পরিষদ :**		
	(ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ জানান, উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য 'মিড-ডে-মিল' চালু করা হয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস পরিচালনার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে মনিটরিং অব্যাহত আছে।	(ক) যে সকল বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া নেই সে সকল বিদ্যালয়ে স্থানীয় উদ্যোগে মাল্টিমিডিয়া সরবরাহ করাসহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসের হার বৃদ্ধির উদ্যোগ অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়।	(ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)/জেলা শিক্ষা অফিসার/জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, হবিগঞ্জ।
	(খ) উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, সদর বলেন পৈলের মধ্যখানে বিরাট একটি মাঠ রয়েছে। যেখানে অন্তত ১০০/১৫০টি কৃষি পরিবার বৈশাখ মাসে ধান মাড়াই করে। তিনি মাড়াই কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের আওতায় বর্ণিত মাঠের উন্নয়ন সাধনের জন্য অনুরোধ করেন।	(খ) পৈল মাঠের উন্নয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়।	(খ) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি,হবিগঞ্জ।
	(গ) উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, চুনারুঘাট,বলেন চুনারুঘাট-রেমা-কালেঙ্গা রাস্তার কাজ শুর হয়নি। তিনি আরো বলেন বৈরাগীপুঞ্জি পাহাড়ের কাছে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছ্। নিরাপত্তাহীনতার কারনে শিক্ষকরা স্কুলে যান না | ফলে স্কুল প্রায়ই বন্ধ থাকে। তিনি এ বিদ্যালয়ে পুরুষ শিক্ষক নিয়োগের জন্য অনুরোধ করেন।	(গ) বৈরাগীপুঞ্জি পাহাড়ের কাছের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পুরুষ শিক্ষক নিয়োগের জন্য অনুরোধ করা হয়।।	(গ)জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার,হবিগঞ্জ।
	(ঘ) উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, মাধবপুর এর প্রতিনিধি বলেন, মাধবপুর উপজেলায় দুটি রাবার ড্যাম রয়েছে এর মধ্যে চৌমুহনী রাবার ড্যাম অকেজো। ফলে কৃষকরা জমিতে পানি পচ্ছে না। তিনি এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন।	(ঘ) মাধবপুর উপজেলার চৌমুহনী রাবার ড্যাম জরুরিভিত্তিতে মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়।	(ঘ) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি,হবিগঞ্জ।
	(ঙ)উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, আজমিরীগঞ্জ বলেন, বানিয়াচং-শিবপাশা রাস্তার কাজ হচ্ছে না। তাছাড়া তিনি আরো বলেন, রাহেলা থেকে রসুলপুর পর্যন্ত খাল খনন হচ্ছে। খাল খননের মাটি উভয় পাশে কৃষকের জমিতে রাখা হচ্ছে। ফলে কৃষকরা ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তিনি মাটি অপসারণের জন্য অনুরোধ করেন।	(ঙ)-১।বানিয়াচং-শিবপাশা রাস্তার কাজ দ্রুত সম্পন্নের জন্য অনুরোধ করা হয়।	(ঙ) নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ,হবিগঞ্জ।
	পৌরসভাঃ		
৬	**হবিগঞ্জ পৌরসভা :**		
	মেয়র, হবিগঞ্জ পৌরসভা সভায় উপস্থিত না থাকায় এ বিভাগের কোন আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় নাই।	উন্নয়ন কাজের হালনাগাদ তথ্যসহ সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়।	(ক) মেয়র,হবিগঞ্জ পৌরসভা,হবিগঞ্জ।
৭	**শায়েস্তাগঞ্জ পৌরসভা :**		
	মেয়র, শায়েস্তাগঞ্জ পৌরসভা উপস্থিত না থাকায় এ পৌরসভার কোন আলোচনা হয়নি। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত (প্রতি ইংরেজি মাসের ৩য় রবিবার) তারিখ অনুযায়ী অনুষ্ঠিত জেলার সর্বোচ্চ ফোরামের এ সভায় মেয়রের অনুপস্থিতির বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়।	উন্নয়ন কাজের হালনাগাদ তথ্যসহ সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়।	মেয়র, শায়েস্তাগঞ্জ পৌরসভা।
৮	**মাধবপুর পৌরসভা :**		
	মেয়র , মাধবপুর পৌরসভা উপস্থিত না থাকায় এ দপ্তরের কোন আলোচনা হয়নি।	উন্নয়ন কাজের হালনাগাদ তথ্যসহ সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়।	মেয়র, মাধবপুর পৌরসভা।
৯	**নবীগঞ্জ পৌরসভা :**		
	মেয়র , নবীগঞ্জ পৌরসভা উপস্থিত না থাকায় এ দপ্তরের কোন আলোচনা হয়নি।	উন্নয়ন কাজের হালনাগাদ তথ্যসহ সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়।	মেয়র, নবীগঞ্জ পৌরসভা।

	চুনারুঘাট পৌরসভা :		
১০	মেয়র, চুনারুঘাট পৌরসভা উপস্থিত না থাকায় এ দপ্তরের কোন আলোচনা হয়নি।	উন্নয়ন কাজের হালনাগাদ তথ্যসহ সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়।	মেয়র, চুনারুঘাট পৌরসভা।
	আজমিরীগঞ্জ পৌরসভা :		
১১	প্রশাসক, আজমিরীগঞ্জ পৌরসভা উপস্থিত না থাকায় এ দপ্তরের কোন আলোচনা হয়নি।	উন্নয়ন কাজের হালনাগাদ তথ্যসহ সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়।	প্রশাসক, আজমিরীগঞ্জ পৌরসভা।
	প্রকৌশল ও উন্নয়ন বিভাগসমূহ :		
	এলজিইডি:		
১২	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, হবিগঞ্জ জানান, এলজিইডি'র আওতায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ, ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে । তিনি বলেন এই অর্থ বছরের সড়ক উন্নয়ন মূলক কাজের দরপত্র আহবান ও চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। ধুলিয়াখাল-মীরপুর রাস্তার কাজ আগামী ০২ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে। রুদ্রপুর-নবীগঞ্জ রাস্তাসহ অন্যান্য কাজ চলমান রয়েছে। তিনি আরো বলেন, শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনের স্বার্থে বাস টার্মিনাল থেকে পশ্চিম দিকে প্রায় ১ কি.মি., আনোয়ারপুর থেকে পশ্চিম দিকে জালালাবাদ গ্রাম হয়ে প্রায় ২ কি.মি খাল পুনঃখননের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদিত হলে দরপত্র আহবান করা হবে। জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি, হবিগঞ্জ সকল উন্নয়ন কাজের গুণগতমান বজায় রাখার লক্ষ্যে মনিটরিংঅব্যাহত রাখা এবং স্থানীয় প্রশাসন/ জনপ্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয় করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বর্ষা শুরু হওয়ার পূর্বে খাল দুটি পুনঃখননের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। তাছাড়া তিনি চলমান প্রকল্পসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করেন।	(ক) সকল উন্নয়ন কাজের গুণগতমান বজায় রাখার লক্ষ্যে মনিটরিংঅব্যাহত রাখা এবং স্থানীয় প্রশাসন/ জনপ্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয় করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য অনুরোধ করা হয়। (খ) ধুলিয়াখাল-মীরপুর রাস্তার কাজ দ্রুত সম্পন্নের জন্য অনুরোধ করা হয়। (গ) শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনের স্বার্থে বাস টার্মিনাল থেকে পশ্চিম দিকে প্রায় ১ কি.মি. এবং আনোয়ারপুর থেকে পশ্চিম দিকে জালালাবাদ গ্রাম হয়ে প্রায় ২ কি.মি খাল বর্ষা শুর হওয়ার পূর্বে খননের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। (ঘ)। চলমান প্রকল্পসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করা হয়।	(ক) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, হবিগঞ্জ। (খ)। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, হবিগঞ্জ। (গ)। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, হবিগঞ্জ। (ঘ)।নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, হবিগঞ্জ।
	গণপূর্ত বিভাগ :		
১৩	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, হবিগঞ্জ এর প্রতিনিধি জানান যে,ডিসেম্বর/১৮ মাস পর্যন্ত গণপূর্ত বিভাগের অধীনে (ক) চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) ৬ষ্ঠ তলা হতে ১০ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ কাজ ৬২% সম্পন্ন হয়েছে। (খ) মহিলা কারারক্ষীদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্পের কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।(গ) মাধবপুর উপজেলার মনতলা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের কাজ ৯২% সম্পন্ন হয়েছে।(ঘ) সহকারী পুলিশ সুপার (দক্ষিণ সার্কেল) এর অফিস কাম বাস ভবন নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। (ঙ) নারী পুলিশ ব্যারাক নির্মাণ কাজ ৪৫% সম্পন্ন হয়েছে। (চ) হবিগঞ্জ জেলা সার্কিট হাউজের উর্ধ্বমূখী সমপ্রসারণ নির্মাণ কাজ,মনতলা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র,লাখাই উপজেলার স্থল কাম নদী ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প, চুনারুঘাট উপজেলার ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প, লাখাই উপজেলার মাদনা নৌ পুলিশ ফাঁড়ী নির্মাণ প্রকল্প, বানিয়াচং উপজেলার মার্কুলী নৌ পুলিশ ফাঁড়ী নির্মাণ প্রকল্প,বাহুবল উপজেলার ফায়ার সার্ভিস নির্মাণ প্রকল্প এবং হবিগঞ্জ জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ (একাংশ) প্রকল্পের প্রত্যেকটির কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে চলমান রয়েছে। (ছ) বানিয়াচং উপজেলার ৫/৬ নং বানিয়াচং ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ কাজ ৭০% এবং রঘুচৌধুরী পাড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ কাজ ৫৫% সম্পন্ন হয়েছে। (জ) নবীগঞ্জ উপজেলার কাজিরবাজার ,বাহুবল উপজেলার স্নানঘাট এবং মাধবপুর উপজেলার নোয়াপাড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিসের প্রত্যেকটির নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। তিনি বলেন বাহুবল উপজেলার মিরপুরে অবস্থিত ট্রমা সেন্টারটি সিভিল সার্জন মহোদয়সহ পরিদর্শন করা হয়েছে। ট্রমা সেন্টারের জনবল পদায়ন না হলে সেন্টারটি অকেজো হয়েই পড়ে থাকবে। তিনি আরো বলেন উল্লেখিত উন্নয়নমূলক কাজ ব্যতীত অত্র বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।	(ক) বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ নিয়মিত পরিদর্শন এবং দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য এবং সরকারি বরাদ্দ যাতে সঠিক সময়ে পাওয়া যায় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে যথাসময়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়। (খ) বাহুবল উপজেলার ট্রমা সেন্টারের জনবল নিয়োগের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। (গ)জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ড রুম শাখার পানি পরার বিষয়ে জরুরিভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়।	(ক)নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ , হবিগঞ্জ। (খ) সিভিল সার্জন, হবিগঞ্জ। (গ) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ,হবিগঞ্জ।

	সড়ক ও জনপথ বিভাগ :		
১৪	নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ বিভাগ, হবিগঞ্জ জানান যে, বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত সড়কের প্রকল্প ব্যয় ১১৬০০.৩৪ লক্ষ টাকা এবং কাজের ভৌত অগ্রগতি ডিসেম্বর/১৮ পর্যন্ত ৮০%। তিনি বলেন গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (সিলেট জোন) এর উপ-প্রকল্পের আওতায় সরাইল-নাসিরনগর-লাখাই-হবিগঞ্জ (আর-২২০) আঞ্চলিক মহাসড়কের উন্নয়ন (২৬.৭৮ কি.মি. সড়ক উন্নয়নসহ ৪টি সেতু (লংলা সেতু (৪৪.০০ মিটার), লোকড়া সেতু (৪৪.০০ মিটার),সুতাং সেতু (৮২.০০ মিটার) ও বুল্লা সেতু (৩০.০০ মিটার) নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের প্রকল্প ব্যয় ১৩৮৮৮.০২ লক্ষ টাকা এবং কাজের ভৌত অগ্রগতি ১২.৩৯%। তিনি আরো বলেন, জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প সিলেট জোন এর আওতায় (ক) হবিগঞ্জ বানিয়াচং সড়কে (জেড-২৪০৩) ২টি সেতু নির্মাণ (কালাডোবা সেতু-৫৯.৫১ মিটার ও অলিয়ার ভাঙ্গা সেতু-৪৪.০০ মিটার) (খ) চুনারুঘাট-সাটিয়াজুরী-নতুন বাজার সড়ক(জেড-২০০৮) মজবুতিকরণ(১২.৬৪ কি.মি.) এবং মুরারবন্দ দরগাহ শরীফ সড়ক(জেড-২০১০) প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ ৯ ২.৩৮ কি.মি.) প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে একনেকে অনুমোদিত হয়েছে যার প্রকল্প মূল্য ৬১১৫.০৫ লক্ষ টাকা। দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন আছে। তাছাড়া তিনি বলেন রক্ষণাবেক্ষণ কাজের আওতায় পিএপি (সড়ক) এর আওতায় বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড্যান্ট মানিক চৌধুরী (আর-২২১) আঞ্চলিক মহাসড়কের (১৪.৪৪২ কি.মি.) মেরামত ও সংস্কার কাজ চলমান রয়েছে। এ কাজের প্রকল্প ব্যয় ১১৮৭.৯২ লক্ষ টাকা এবং কাজের ভৌত অগ্রগতি ৮৫.০০% । পিএপি (সড়ক) এর আওতায় ঢাকা (কাচঁপুর)-ভৈরব-জগদীশপুর-শায়েস্তাগঞ্জ-সিলেট-তামাবিল-জাফলং জাতীয় মহাসড়কের ৯.১৩৫ কি.মি অংশ মেরমাত সংস্কার কাজ চলমান রয়েছে। এ কাজের প্রকল্প ব্যয় ১৪৮৮.৬১ লক্ষ টাকা এবং কাজের ভৌত অগ্রগতি ৮৮%। তিনি বলেন মাধবপুর উপজেলায় সড়ক বিভাগের জায়গায় অবৈধ স্থাপনা ইতোমধ্যে উচ্ছেদ করা হয়েছে। অন্যান্য জায়গায় উচ্ছেদ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি বলেন ২৩.০১.২০১৯ তারিখে নবীগঞ্জ উপজেলায় উচ্ছেদ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। তিনি আরো বলেন বাইপাস রাস্তার কাজ শেষ হয়েছে এবং লাখাই সড়কে কোর্ট স্টেশন থেকে কাজ শুরুর জন্য রাস্তার পাশের স্থাপনা অপসারণ চলমান রয়েছে। তিনি বলেন লাখাই রাস্তার কাজ ধীরগতিতে চলছে। দ্রুত কাজ করার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তাছাড়া রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান রয়েছে। চুনারুঘাট-বাল্লা সড়কের জন্য নকশা চাওয়া হয়েছে। নকশা পেলেই কার্যক্রম শুরু হবে।জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি, হবিগঞ্জ চলমান প্রকল্পসমূহের কাজ নিয়মিত পরিদর্শন করার জন্য এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধি/প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করে সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য অনুরোধ করেন। তাছাড়া তিনি আরো বলেন স্ব স্ব সংস্থার জায়গা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্ব স্ব সংস্থার। দখলের প্রথম পর্যায়ে বাধা দিলে সমস্যায় পড়তে হয়না। তিনি যে সমস্ত সংস্থার জায়গায় অবৈধভাবে অবকাঠামো তৈরী করা হয়েছে সেগুলির তালিকা তৈরী করে সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক উচ্ছেদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন।	(ক) চলমান প্রকল্পসমূহের কাজ নিয়মিত পরিদর্শন করার জন্য এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধি/প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করে সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য অনুরোধ করা হয়। (খ)যে সমস্ত সংস্থার জায়গায় অবৈধভাবে অবকাঠামো তৈরী করা হয়েছে সেগুলির তালিকা তৈরী করে সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক উচ্ছেদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। (গ)সড়ক বিভাগের মাধবপুর ব্যতীত অন্যান্য জায়গায় অবৈধ স্থাপনা জরুরিভিত্তিতে উচ্ছেদের জন্য অনুরোধ করা হয়। (ঘ) চলমান প্রকল্পসমূহের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হয়। (ঙ) লাখাই রাস্তার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	(ক) নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, হবিগঞ্জ। (খ) বিভাগীয় প্রধান (সকল),হবিগঞ্জ। (গ) নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, হবিগঞ্জ। (ঘ) নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, হবিগঞ্জ। (ঙ) নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, হবিগঞ্জ।
	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড:		
১৫	নির্বাহী প্রকৌশলী, বা.পা.উ.বো, হবিগঞ্জ জানান যে, এ জেলার ডিসেম্বর/২০১৮খ্রি: মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে (ক) উন্নয়ন খাতে হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় (১) নবীগঞ্জ উপজেলার আমড়াখাইর নামক স্থানে ০১টি কজওয়ে নির্মাণ কাজ ৯০% সম্পন্ন হয়েছে। (২) নবীগঞ্জ উপজেলার চরগারঢালা নামক স্থানে ১টি ও ৪ ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ কাজ ৩০% সম্পন্ন হয়েছে। (৩) কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় কুশিয়ারা নদীর বামতীরের ভাঙ্গন হতে পাহাড়পুর বাজার সংরক্ষণ কাজ ০.৩৭৫ কি.মি. ৭৯% সম্পন্ন হয়েছে। (৪) কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা্ প্রকল্পের আওতায় কুশিয়ারা নদীর বামতীরের ভাঙ্গণ হতে কাকাইলছেও বাজার সংরক্ষণ কাজ ০.৩৭৫ কি.মি. ৭৮% সম্পন্ন হয়েছে। (৫) হাওর এলাকার বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মকার হাওর উপ-প্রকল্পের ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ কি.মি. ৩১.৬০ হতে কি.মি.৮১.৭৪০ এর মধ্যে ২৩.৮১৫ কি.মি.কাজ চলমান রয়েছে। (৬) হাওর এলাকার বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মকার হাওর উপ-প্রকল্পের ৭টি রেগুলেটর নির্মাণ কাজের জন্য	(ক) স্থানীয় জনপ্রতিনিধি/প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করে হাওর এবং অন্যান্য এলাকায় বাঁধ নির্মাণ/খাল খনন কাজের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করা হয়। (খ) হাওর এলাকার বাঁধ নির্মাণ/ সংস্কারের জন্য কাবিটা নীতিমালার আওতায় দ্রুত স্কীম প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। (গ) সুস্ক মৌসুমে দ্রুততার সঙ্গে খাল খনন সম্পন্নের জন্য অনুরোধ করা হয়।	(ক)নির্বাহী প্রকৌশলী, বা.পা.উ.বো, / উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) হবিগঞ্জ। (খ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার(সকল),হবিগঞ্জ। (গ) নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড,হবিগঞ্জ।

	ঠিকাদারকে চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। (৭) হাওর এলাকার বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মকার হাওর উপ-প্রকল্পের কজওয়ে নির্মাণ-৪টি, বক্স স্লুইস নির্মাণ-৯টি এবং ইরিগেশন ইনলেট নির্মাণ ১৫টি ১% সম্পন্ন হয়েছে। (৮) হাওর এলাকার বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মকার হাওর উপ-প্রকল্পের অভ্যন্তরিন খাল পুনঃখনন ২৪.৬১৯ কি.মি. এবং স্লুইস মেরামত-১টির কাজ সাইট জলমগ্ন থাকায় শুর করা যাচ্ছে না। (খ) অনুন্নয়ন খাতে খোয়াই নদী প্রকল্পের আওতায় (১) লাখাই উপজেলার চন্দ্রপুর এলাকার হেলারকান্দি নামক স্থানে খোয়াই নদীর বাম তীরে বাঁধের ৭৫.৩০০ থেকে ৭৫.৫২০ কি.মি. পর্যন্ত ০.২২০কি: মি: স্লোপ প্রোটেকশনসহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ কাজ প্রায় ৬০% সম্পন্ন হয়েছে। অনুন্নত খাতে শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্পের আওতায় (২) হবিগঞ্জ সদর উপজেলার হাসার গাঁও নামক স্থানে খোয়াই নদীর ডান তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ কি.মি. ৩০.২০০ হতে কি.মি. ৩০.৪৫০=২৫০.০০ কি.মি. কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। (৩) হবিগঞ্জ সদর উপজেলার তেতৈয়া নামক স্থানে খোয়াই নদীর বাম তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ কি.মি. ৪৭.৭৮৫ হতে কি.মি. ৪৭.৯১৫=১৩০.০০ কি.মি. কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। (৪) বানিয়াচং উপজেলার শতমুখা নামক স্থানে খোয়াই নদীর ডান তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ কি.মি. ৬৯.৫৭০ হতে কি.মি. ৬৯.৭১০=১৪০.০০ কি.মি. কাজ ৬০% সম্পন্ন হয়েছে। তিনি আরো জানান কাবিটা নীতিমালার আওতায় স্কীম দাখিল শুরু হয়েছে। তিনি আরো বলেন হবিগঞ্জ সদর উপজেলার ২টি খাল খননের কাজ চলমান রয়েছে এবং অন্যান্য উপজেলায় খাল খননের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ হয়েছে। তিনি আরো বলেন মকার হাওর প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন না হওয়ায় কাজ ত্বরান্বিত করা যাচ্ছেনা । তিনি মকার হাওর প্রকল্পের জমি দ্রুত অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন।জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি, হবিগঞ্জ সুষ্ক মৌসুমে দ্রুততার সঙ্গে খাল খনন সম্পন্নের জন্য অনুরোধ জানান।	(ঘ) মকার হাওর প্রকল্পের জমি দ্রুত অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়।	(ঘ) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব),হবিগঞ্জ।
১৬	**বিএডিসি (ক্ষুদ্র সেচ):**		
	নির্বাহী প্রকৌশলী, বিএডিসি (ক্ষুদ্র সেচ), হবিগঞ্জ জানান ৫৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে করাঙ্গী নদীতে ৪৫ মিটার দৈর্ঘ্যের রাবার ড্যাম নির্মাণের কাজ ২০% সম্পন্ন হয়েছে। অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি, হবিগঞ্জ, স্থানীয় প্রশাসন/স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ- কে সম্পৃক্ত করে রাবার ড্যাম এবং খাল খননের কাজ উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, এলজিইডি এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের সমন্বয়ের মাধ্যমে করার জন্য অনুরোধ করেন।	(ক)স্থানীয় প্রশাসন/স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ- কে সম্পৃক্ত করে এবং উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ এলজিইডি ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে রাবার ড্যাম এবং খাল খননসহ অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	(ক)নির্বাহী প্রকৌশলী, বিএডিসি (সেচ), হবিগঞ্জ।
১৭	**জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর :**		
	নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, হবিগঞ্জ জানান যে, ২৩ পৌরসভা প্রকল্পের অধীনে হবিগঞ্জ জেলায় দুটি পৌরসভা (১) শায়েস্তাগঞ্জ (২) আজমিরীগঞ্জ পৌরসভা অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের অধীনে ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিট, পাইপ লাইন স্থাপন, পাবলিক টয়লেট নির্মাণ এবং গৃহ সংযোগ কাজ সম্পন্ন করা হবে। আজমিরীগঞ্জ পৌরসভার এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৫৬ শতক জায়গা অধিগ্রহণ করা হয়েছে তাছাড়া মাধবপুর ট্রিটমেন্ট প্লান্টের কাজ প্রায় শেষের দিকে কিন্তু একটি রীটের কারনে কাজ বন্ধ রয়েছে। । জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি, হবিগঞ্জ বলেন, এলাকার সাধারণ মানুষের চলাচলের জন্য বিকল্প রাস্তার ব্যবস্থা করে রীট প্রত্যাহারের মাধ্যমে প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পন্নের জন্য অনুরোধ করেন।	সাধারণ মানুষের চলাচলের বিকল্প রাস্তার ব্যবস্থা করে রীট প্রত্যাহারের মাধ্যমে মাধবপুর ট্রিটমেন্ট প্লান্ট প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পন্নের জন্য অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার,মাধবপুর/নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, হবিগঞ্জ ।
	শিক্ষা বিভাগঃ		
১৮	**বৃন্দাবন সরকারি কলেজ :**		
	অধ্যক্ষ, বৃন্দাবন সরকারি কলেজ এর কোন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত না থাকায় এ বিভাগনে কোন আলোচনা হয়নি।	হাল নাগাদ তথ্য সহ সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়।	অধ্যক্ষ, বৃন্দাবন সরকারি কলেজ,হবিগঞ্জ।
১৯	**সরকারি মহিলা কলেজ :**		
	অধ্যক্ষ, সরকারি মহিলা কলেজ, হবিগঞ্জে এর প্রতিনিধি সভায় জানান যে, সরকারি মহিলা কলেজের কার্যক্রম সুন্দরভাবে চলছে। কোন সমস্যা নাই। তিনি ০৭.০২.২০১৯ তারিখ থেকে অনুষ্ঠিতব্য অনার্স ৩ পার্ট পরীক্ষায় সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।	কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য অনুরোধ করা হয়।	অধ্যক্ষ, সরকারি মহিলা কলেজ,হবিগঞ্জ।

২০	**মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ:**		
	জেলা শিক্ষা অফিসার, হবিগঞ্জ এর প্রতিনিধি জানান , জেলায় মাল্টিমিডিয়া প্রাপ্ত ২৬৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২০৫টি প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া সক্রিয় রয়েছে এবং অবশিষ্ট ৬৩টি প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া চালু করার উদ্যোগ অব্যাহত আছে। মাধবপুর উপজেলায় শতভাগ মাল্টিমিডিয়া ক্লাস সক্রিয় রয়েছে। । জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি, হবিগঞ্জ বলেন, কোন কোন উপজেলায় কতটি বিদ্যালয়ে কয়টি ক্লাসে মাল্টিমিডিয়া বাকী রয়েছে তার হাল নাগাদ তথ্য তৈরী করতে হবে। ২০৫টি মাল্টিমিডিয়া প্রকৃতপক্ষে সক্রিয় রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখতে হবে। বাকী ৬৩টি প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া চালু করার জন্য অনুরোধ করেন। তাছাড়া তিনি আরো বলেন সকল বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে। শিক্ষকদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতসহ নিয়মিত ক্লাস পরিচালনা মনিটর করতে হবে। তাছাড়া তিনি বেসরকারি উদ্যোগে অবশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া চালু করার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। তিনি আরো বলেন, মাধ্যমিক স্তরের সরকারি বই কিভাবে একটি দোকানে বিক্রয়ের জন্য গেল তা বোধগম্য নয়। প্রতিষ্ঠানের লোকজনের সংশ্লিষ্টতা ছাড়া তা হয় নাই। তিনি তদন্ত করে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি প্রতিটি বিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার স্থাপনের জন্যও অনুরোধ করেন।	(ক) মাল্টিমিডিয়াসমূহ প্রকৃতপক্ষে সচল রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখার জন্য এবং অবশিষ্ট ৬৩টি প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া চালু করার জন্য অনুরোধ করা হয়। (খ) সকল বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং শিক্ষকদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতসহ কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। (গ) মাধ্যমিক স্তরের সরকারি বই ভাঙ্গারীর দোকানে পাওয়ার ব্যাপারে তদন্ত করে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। (ঘ) প্রতিটি বিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার স্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হয়।	(ক)উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)/ জেলা শিক্ষা অফিসার, হবিগঞ্জ। (খ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার(সকল), হবিগঞ্জ/জেলা শিক্ষা অফিসার, হবিগঞ্জ। (গ) জেলা শিক্ষা অফিসার,হবিগঞ্জ। (ঘ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল),হবিগঞ্জ/জেলা শিক্ষা অফিসার, হবিগঞ্জ।
২১	**প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ :**		
	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, হবিগঞ্জ জানান, বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬০৬ টি ল্যাপটপ রয়েছে। ০৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস চালু রয়েছে। ল্যাপটপ / মাল্টিমিডিয়া পরিচালনায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক প্রয়োজন। তাছাড়া তিনি বলেন ০১.০১.২০১৯ তারিখে সারা দেশের ন্যায় হবিগঞ্জ জেলাতেও বই বিতরণ উৎসব হয়েছে। তিনি আরো বলেন, বাহবলে পুরাতন বই বিতরণের ঘটনায় সহকারী শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। । জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি বলেন, ল্যাপটপ/ মাল্টিমিডিয়াগুলো সচল রয়েছে কি না তা যাচাই করতে হবে। অকেজো ল্যাপটপসমূহ পরিবর্তন করতে হবে । প্রত্যেক বিদ্যালয়ে কমপক্ষে ০২জন শিক্ষককে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে । ক্লাসে শিক্ষকরা ল্যাপটপ / মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ক্লাস নিচ্ছে কি না তা মনিটর করতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো যে এলাকায় রয়েছে সে এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় অবশিষ্ট বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া চালুর উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি আরো বলেন বই চুরির ঘটনা সারা দেশে এই জেলার ইমেজ নষ্ট করেছে। তিনি বলেন এ ঘটনা সঠিক মনিটরিং এর অভাবে সংঘটিত হয়েছে। তিনি প্রাথমিক স্তরের বই চুরির বিষয়ে তদন্ত করে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি সকল বিভাগের কর্মকর্তাদের তাদের দাপ্তরিক পরিদর্শনের সময় প্রাথমিক পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ করেন।	(ক) শিক্ষকরা ল্যাপটপ / মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ক্লাস নিচ্ছে কি না তা মনিটর করার জন্য অনুরোধ করা হয় । (খ) প্রাথমিক স্তরের বই চুরির ব্যাপারে তদন্ত করে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। (গ) সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। (ঘ) সকল বিভাগের কর্মকর্তাদের তাদের দাপ্তরিক পরিদর্শনের সময় প্রাইমারী স্কুল পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ করা হয়।	(ক)উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) /জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, হবিগঞ্জ। (খ) /জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, হবিগঞ্জ। (গ) /জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, হবিগঞ্জ। (ঘ) বিভাগীয় প্রধান (সকল), হবিগঞ্জ।
	স্বাস্থ্য বিভাগঃ		
২২	**সিভিল সার্জনের কার্যালয় :**		
	সিভিল সার্জন, হবিগঞ্জ এর প্রতিনিধি বলেন, হাসপাতালে আগত রোগীদের সঠিক চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়া কনসালটেন্ট সংকটের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	(ক) হাসপাতালে আগত রোগীদের সঠিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। (খ) কনসালটেন্ট সংকটের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	(ক)সিভিল সার্জন,হবিগঞ্জ। (খ)সিভিল সার্জন, হবিগঞ্জ।

২৩	**হবিগঞ্জ আধুনিক সদর হাসপাতাল :**		
	তত্ত্বাবধায়ক আধুনিক সদর হাসপাতাল হবিগঞ্জ বলেন, কিছু দিনের মধ্যেই ২৫০ বেডের বর্ধিত হাসপাতালে কিছু ওয়ার্ড স্থানান্তর করা হবে। ফলে হাসপাতালে আগত রোগীদের স্থান সংকুলান হবে।	হাসপাতালে আগত রোগীদের সঠিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	(ক)তত্ত্বাবধায়ক, আধুনিক সদর হাসপাতাল, হবিগঞ্জ।
২৪	**পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরঃ**		
	উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, হবিগঞ্জ এর প্রতিনিধি জানান হবিগঞ্জ জেলার ৩৮টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র হতে সার্বক্ষণিক সেবা প্রদান অব্যাহত আছে।	(ক) রোগীদের যথাযথ স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়মিত মনিটরিং অব্যাহত রাখার অনুরোধ করা হয় ।	(ক) উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, হবিগঞ্জ।
	কৃষি উৎপাদন এবং এ সংক্রান্ত বিভাগসমূহ :		
২৫	**কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরঃ**		
	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হবিগঞ্জ জানান, আসন্ন বোরো মৌসুমে ধান রোপনের কাজ চলছে। সার ও বীজের কোন সমস্যা নেই। তিনি আরো বলেন, হর্টিকালচার সেন্টার নির্মাণের জন্য চুনারুঘাট উপজেলার পানছড়ি মৌজার খাস জমির ব্যাপারে আবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন সকল উপজেলায় ধান মাড়াই কেন্দ্র নির্মাণের জন্য হাওর এলাকায় খাস জমি প্রয়োজন। তিনি সকল উপজেলায় ধান মাড়াই কেন্দ্র নির্মাণের জন্য হাওর এলাকায় খাস জমি নির্বাচনের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি আরো বলেন বাহুবল এবং নবীগঞ্জ উপজেলায় পানির অভাবে বেশ কিছু জমি অনাবাদী থাকে। তিনি বিএডিসি(সেচ) এর মাধ্যমে এ জমিগুলোতে পানি সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি,বলেন যে, হবিগঞ্জ হর্টিকালচার সেন্টার নির্মাণের জন্য খাস জমি বরাদ্দের ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদনসহ আবেদন করতে হবে। তিনি এ ব্যাপারে পত্র প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি আরো বলেন, আসন্ন বোরো মৌসুমে এ জেলায় বীজ সার সরবরাহে যাতে কোন সমস্যা না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তিনি বাহুবল এবং নবীগঞ্জ উপজেলার অনাবাদী জমিতে পানি সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন।	(ক) হর্টিকালচার সেন্টার নির্মাণের জন্য চুনারুঘাট উপজেলার খাস জমি বরাদ্দের আবেদনের ব্যাপারে প্রশাসনিক অনুমোদসহ আবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করান হয়। (খ) সকল উপজেলায় ধান মাড়াই কেন্দ্র নির্মাণের জন্য হাওড় এলাকায় খাস জমি নির্বাচনের জন্য অনুরোধ করা হয়। (গ) হবিগঞ্জ জেলায় বীজ এবং সার সরবরাহে যাতে কোন সমস্যা না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়। (ঘ) বাহুবল এবং নবীগঞ্জ উপজেলার অনাবাদী জমিতে পানি সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়।	(ক) উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, হবিগঞ্জ। (খ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার(সকল),হবিগঞ্জ। (গ)উপ-পরিচালক,কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, হবিগঞ্জ। (ঘ) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিএডিসি(সেচ),হবিগঞ্জ।
২৬	**খাদ্য বিভাগঃ**		
	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত), হবিগঞ্জ জানান যে, এ জেলার ৮টি উপজেলার ১০টি খাদ্য গুদামে বর্তমানে ১১,২৪৩মে:টন চাল এবং ৭৮৩ মে: টন গমসহ সর্বমোট ১২,০২৬ মে.টন খাদ্যশস্য (১৭.০১.১৯ তারিখে) মজুদ রয়েছে। নিরাপদ খাদ্য মজুদ গড়ার লক্ষ্যে জেলার খাদ্য চাহিদার বিপরীতে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবরে চাহিদা প্রেরণ করার প্রেক্ষিতে চলাচল সূচী জারি হচ্ছে। তিনি বলেন ভিজিডি কর্মসূচীর আওতায় এ জেলায় ১৭২১৭ জন দু:স্থ ও অসহায় মহিলাদের মধ্যে প্রতি মাসে ৫১৬.৫১০ মে.টন চাল বিতরণ করা হচ্ছে। ০৯ ওয়ার্ড বিশিষ্ট পৌরসভা সম্বলিত জেলা শহরে ০৫ জন ডিলারের মাধ্যমে ১৮ টাকা কেজি দরে আটা বিক্রয় কার্যক্রম চলছে। উক্ত কার্যক্রম তদারকি করার জন্য খাদ্য বিভাগ হতে কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন কাবিটা কর্মসূচীর আওতায় ডিসেম্বর/১৮ মাসে ১৮৩.৬৯ মে.টন চাল এবং জি আর খাতে ডিসেম্বর/১৮ মাসে ১২.৫০০ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি, হবিগঞ্জ বলেন যে, দু:স্থ ও অসহায় মহিলাদের মধ্যে ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় বিতরণকৃত চাল যেন কোন অবস্থাতেই ব্যবসায়ীদের নিকট কালোবাজারে বিক্রি না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে এবং কঠোরভাবে মনিটর করার জন্য অনুরোধ করেন।	(ক) সরকারি সহায়তা কার্যক্রম মনিটরিংয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার জন্য অনুরোধ করা হয়। (খ) দু:স্থ ও অসহায় মহিলাদের মধ্যে ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় বিতরণকৃত এবং খাদ্য বান্ধব কর্মসূচীর আওতায় বিতরণকৃত চাল যেন কোন অবস্থাতেই ব্যবসায়ীদের নিকট কালোবাজারে বিক্রি না হয় সে ব্যাপারে কঠোরভাবে মনিটর করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	(ক)উপজেলা চেয়ারম্যান (সকল)/উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, হবিগঞ্জ। (খ) উপজেলা চেয়ারম্যান (সকল)/উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, হবিগঞ্জ।
২৭	**জেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ**		
	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, হবিগঞ্জ জানান যে, তার দপ্তরের কার্যক্রম সুন্দরভাবে চলছে। তিনি আরো বলেন যে, শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলার প্রাণিসম্পদ বিভাগের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি, হবিগঞ্জ শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলায় সকল দপ্তরের উপজেলা পর্যায়ের অফিসার নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরে পত্র প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন।	(ক) শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলায় সকল দপ্তরের উপজেলা পর্যায়ের অফিসার নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরে পত্র প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়।	(ক) বিভাগীয় প্রধান(সকল), হবিগঞ্জ।

২৮	**জেলা মৎস্য অধিদপ্তরঃ**		
	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হবিগঞ্জ জানান যে, মৎস্যচাষীদের প্রশিক্ষণ চলছে। তিনি আরো জানান যে, হ্যাচারীগুলোকে লাইসেন্স এর আওতায় আনা হয়েছে। ফিড এর কোয়ালিটি পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং ল্যাবে পরীক্ষা করা হবে। জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি, হবিগঞ্জ সরকারি নির্দেশনার আলোকে মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন সময়ে জেলেদের মধ্যে ভিজিডি ভাতা প্রদানের প্রস্তাব সম্বলিত পত্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন।	(ক) নিয়মিত প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়। (খ) সরকারি নির্দেশনার আলোকে মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন সময়ে জেলেদের মধ্যে ভিজিডি ভাতা প্রদানের প্রস্তাব সম্বলিত পত্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়।	(ক) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হবিগঞ্জ। (খ) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হবিগঞ্জ।
২৯	**বন বিভাগ :**		
	সহকারী বন সংরক্ষক, হবিগঞ্জ এর প্রতিনিধি জানান যে, এ জেলায় মোট ২২৯টি করাত কল রয়েছে। তন্মধ্যে ১৭৪টি করাত কল বৈধভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং ৫০টি রীট এবং ০৫টি স্বত্ব মামলাভূক্ত করাত কল রয়েছে। এ পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া অবৈধ করাতকলের সংখ্যা ১৫১টি। অবৈধ করাতকলের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত আছে।	(ক) অবৈধ করাত কলের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়।	(ক) সহকারী বন সংরক্ষক, হবিগঞ্জ।
	সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানকারী বিভাগসমূহ:		
৩০	**যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরঃ**		
	উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, হবিগঞ্জ এর প্রতিনিধি জানান যে, এ বিভাগের আওতায় বেকার যুবক/যুবতীদের আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার, পোষাক তৈরী, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স প্রশিক্ষণসহ নিয়মিত কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এ পর্যন্ত ১৭৪৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	বেকার যুবক/যুবতীদের আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়।	উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, হবিগঞ্জ।
৩১	**সমাজসেবা অধিদপ্তর :**		
	উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, হবিগঞ্জ জানান যে, সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় ২০১৮-১৯অর্থ বছরের জন্য এ জেলায় বয়স্কভাতা উপকারভোগীর সংখ্যা-৫৯১০৭ জন, প্রতিবন্ধী ভাতা উপকার-ভোগীর সংখ্যা-১৪৮৭১ জন, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা উপকারভোগীর সংখ্যা-১৯৭৭৫ জন, প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি উপকারভোগীর সংখ্যা-১৪৬৬ জন। তাদের ভাতা বিতরণ অব্যাহত আছে। দলিত-হরিজন ও বেদে ভাতা উপকারভোগীর সংখ্যা-৮৭৭ জন, দলিত-হরিজন ও বেদে শিক্ষা উপবৃত্তি উপকারভোগীর সংখ্যা-১২২জন, হিজরা জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ভাতা উপকারভোগীর সংখ্যা-০৩জন এবং হিজরা জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন শিক্ষাবৃত্তি উপকারভোগীর সংখ্যা-০১ জন। তাদের ভাতা বিতরণ অব্যাহত আছে। তিনি আরো বলেন ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচীর আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে জেলা স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১ম কিস্তির ১৬২ জন রোগীর আবেদনপত্র সদর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি-২০১৩ এর আওতায় এ পর্যন্ত জরিপকৃত প্রতিবন্ধীর সংখ্যা ৩১০৯৩ জন। এ পর্যন্ত ১৭৯০৪ টি প্রতিবন্ধী আইডি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, হবিগঞ্জ জেলাধীন ০৪টি উপজেলায় (মাধবপুর, চুনারুঘাট, বাহবল ও নবীগঞ্জ) চা-বাগান শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন খাতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের নগদ আর্থিক সহায়তা হিসাবে ৬৪১২ জন চা শ্রমিকের মাঝে ৫,০০০/- টাকা হারে ৩,২০,৬০০০০/- বরাদ্দ পাওয়া গেছে। নীতিমালার আলোকে শ্রমিক নির্বাচন প্রক্রিয়াধীন আছে। জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি, হবিগঞ্জ বলেন যে, হিজরা জনগোষ্ঠির ভাতা নিশ্চিত করতে হবে তিনি এ জেলাকে অতি শীঘ্রই ভিক্ষুকমুক্ত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক সকল সংস্থার কর্মকর্তা এবং কমর্চারীদের একদিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ ইতোপূর্বে প্রেরিত হিসাব নম্বরে জরুরিভিত্তিতে প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন ভাতা বিতরণের কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য অনুরোধ করেন।	(ক) প্রকৃত উপকারভোগী যাতে ভাতা পায় তা যাচাই-বাছাইপূর্বক ভাতা বিতরণ অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়। (খ) হবিগঞ্জ জেলাকে অতি শীঘ্রই ভিক্ষুকমুক্ত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সকল সংস্থার কর্মকর্তা এবং কমর্চারীদের একদিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ ইতোপূর্বে প্রেরিত হিসাব নম্বরে জরুরিভিত্তিতে প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়।	(ক) উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), হবিগঞ্জ। (খ) বিভাগীয় প্রধান (সকল), হবিগঞ্জ।
৩২	**বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) :**		
	উপ-পরিচালক, বিআরডিবি, হবিগঞ্জ জানান যে, দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কৃষি ঋণ, ক্ষুদ্রঋণ এবং অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিআরডিবি'র মাধ্যমে ১১টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচীর আওতায় এ যাবৎ ২৯০৩টি সমিতি/দল গঠন করা হয়েছে যার সদস্য সংখ্যা ৭৫,৩৪৪ জন। ডিসেম্বর/২০১৮ খ্রি: পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ ১২৭৮৪.০৪ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায় হয়েছে ১১২৪৪.৯৮ লক্ষ টাকা। ঋণ আদায়ের হার ৮৮%। বিআরডিবি'র আওতায়	(ক) দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কৃষি ঋণ, ক্ষুদ্র ঋণ এবং অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিআরডিবি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের মনিটরিং অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়।	(ক) উপজেলা চেয়ারম্যান (সকল)/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)/ উপপরিচালক, বিআরডিবি, হবিগঞ্জ।

	জাইকার অর্থায়নে অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ এর মাধ্যমে হবিগঞ্জ সদর উপজেলার গোপায়া, লস্করপুর ও নিজামপুর ইউনিয়নে রাস্তা ইট সলিং ও নলকূপ স্থাপন সংক্রান্ত ৫৩টি জিসি স্কীম বাস্তবায়িত হয়েছে এবং মাধবপুর উপজেলার আন্দিউড়া ও ছাতিয়াইন ইউনিয়নে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ প্রক্রিয়াধীন। তিনি আরো বলেন যে, সরকারের অগ্রাধিকারভূক্ত 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের আওতায় ডিসেম্বর/২০১৮ খ্রি: পর্যন্ত ১৫৭৮টি সমিতি গঠন করা হয়েছে, যার সদস্য সংখ্যা ৬৭৩১৭ জন। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ডিসেম্বর/২০১৮খ্রি: মাস পর্যন্ত মোট সঞ্চয় আদায় হয়েছে ২৩৭০.৯৪ লক্ষ টাকা এবং মোট ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ৮২৫৬.৩২ লক্ষ টাকা। মোট ঋণ আদায় হয়েছে ৩৮৫৪.৭১ লক্ষ টাকা। জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি, হবিগঞ্জ বলেন যে, 'একটি বাড়ি একটি খামার' মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্প। এ প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে মনিটরিংসহ সার্বিক সহযোগিতা করতে হবে।	(খ) 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় নিয়মিতভাবে আলোচনা এবং মনিটরিংসহ সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়।	(খ) উপজেলা চেয়ারম্যান (সকল)/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)/ উপপরিচালক, বিআরডিবি, হবিগঞ্জ।
	সেবা প্রদানকারী বিভাগসমূহ:		
৩৩	**বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড :**		
	নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, হবিগঞ্জ জানান যে, ৩৩ কেভি লাইনে গরম কালে চাপ বাড়বে বিধায় ডাবল সার্কিটের কাজ চলছে। জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি, হবিগঞ্জ বলেন হবিগঞ্জ শহরের বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের জন্য একটি গ্রীড নির্মাণের জন্য চেষ্টা অব্যাহত আছে। তিনি গ্রীড নির্মাণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য অনুরোধ করেন।	গ্রীড নির্মাণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য অনুরোধ করা হয়।	(ক) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, হবিগঞ্জ।
৩৪	**হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিঃ**		
	জি. এম, হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, হবিগঞ্জ জানান, ডিসেম্বর/২০১৮ খ্রি: মাসে আবাসিক-৬২১২টি, বাণিজ্যিক-৪৩৩টি, শিল্প-০২ টি, সেচ-২৫টি এবং সিআই/অন্যান্য-৮২টিসহ মোট ৬৭৫৪টি নতুন সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া হবিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলাধীন বিভিন্ন এলাকায় নতুন লাইন নির্মাণ কাজ অব্যাহত রয়েছে। নতুন লাইন নির্মাণ এর পাশাপাশি মাধবপুর, হবিগঞ্জ(বিসিক) ,বাহুবল ও আজমিরীগঞ্জ এ ৪ টি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ চলছে। তিনি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আওতাধীন বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত মোট ১,২৪,৪৩,০৮১.০০ (এক কোটি চব্বিশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার একাশি) টাকা বিদ্যুৎ বিল বকেয়া রয়েছে মর্মে অবহিত করেন। তিনি আরো বলেন পবিস এর আওতাধীন প্রত্যেক সরকারী দপ্তরকে বিদ্যুৎ বিলের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ এবং অবশিষ্ট বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ অব্যাহত আছে। তিনি অবশিষ্ট বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। জেলা প্রশাসক ও সভাপতি জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি বলেন বিদ্যুৎ বিল সময় মতো পরিশোধ না করলে সমিতির কার্যক্রম ব্যাহত হবে । তিনি সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের অবশিষ্ট বকেয়া বিদ্যুৎ বিল দ্রুত পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ করেন।	(ক)বিদ্যুতের সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা উন্নতির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়। (খ) সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের অবশিষ্ট বকেয়া বিদ্যুৎ বিল দ্রুত পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয় ।	(ক) জি এম, হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ। (খ) বিভাগীয় প্রধান(সকল), হবিগঞ্জ।
৩৫	**জালালাবাদ গ্যাস :**		
	ম্যানেজার, জালালাবাদ গ্যাস, হবিগঞ্জ জানান ডিসেম্বর/২০১৮খ্রি: মাসে বিধি বহির্ভূত কোন গ্রাহকের সংযোগ পরিলক্ষিত হয় নাই এবং এ কারণে কোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার প্রয়োজন হয়নি । তাছাড়া ডিসেম্বর/১৮ মাসে বকেয়ার দায়ে কোন গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়নি তবে বকেয়ার দায়ে নভেম্বর/১৮ মাসে বিচ্ছিন্নকৃত ০৬ জন গৃহস্থালী গ্রাহককে বকেয়া গ্যাস বিল পরিশোধ করায় পুনঃসংযোগ প্রদান করা হয়েছে।	অবৈধ গ্যাস সংযোগের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়।	ম্যানেজার, জালালাবাদ গ্যাস, হবিগঞ্জ।
৩৬	**আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস :**		
	সহকারী পরিচালক, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, হবিগঞ্জ জানান, ডিসেম্বর/২০১৮ মাসে মোট আবেদনের সংখ্যা ২৪৫৬টি। ডিসেম্বর/২০১৮ মাসে সাধারণ ২৫৮১টি এবং জরুরি ৪৯৫টি পাসপোর্ট বিতরণ করা হয়েছে এবং এ খাতে ৮৬,৪৬,০০০.০০/- টাকা সরকারি রাজস্ব আয় করা হয়েছে।	দালালমুক্ত পরিবেশে পাসপোর্টের আবেদন গ্রহণ/বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	সহকারী পরিচালক, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, হবিগঞ্জ।
৩৭	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স :**		
	উপ-সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস, হবিগঞ্জ জানান আজমিরীগঞ্জ উপজেলার ফায়ার স্ট্রেশন নির্মাণে দ্রুততার সাথে জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করেন।	আজমিরীগঞ্জ উপজেলার ফায়ার স্ট্রেশন নির্মাণে দ্রুততার সাথে জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), হবিগঞ্জ।

	জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর :		
৩৮	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, হবিগঞ্জ জানান, সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত মাতৃত্বকালীন ভাতা এবং পৌরসভা এলাকার প্রচলিত মাদার ল্যাকটেটিং ভাতা বিতরণ কার্যক্রম এবং মহিলাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত ভাতাদি প্রকৃত উপকারভোগীদের মাঝে স্বচ্ছতার মাধ্যমে বিতরণসহ মনিটর করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, হবিগঞ্জ।
৩৯	**ইসলামিক ফাউন্ডেশন :**		
	উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হবিগঞ্জ জানান হবিগঞ্জ জেলায় জেলা মডেল মসজিদসহ ০৯টি মডেল মসজিদ নির্মাণ করা হবে। জেলা মসজিদসহ ০৬টি মডেল মসজিদের স্থান নির্বাচন হয়েছে এবং মাধবপুর, নবীগঞ্জ এবং চুনারুঘাট উপজেলা মডেল মসজিদের জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে। তিনি জরুরিভিত্তিতে জমি অধিগ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। জেলা প্রশাসক ও সভাপতি জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি জরুরিভিত্তিতে বর্ণিত উপজেলাসমূহের মডেল মসজিদের জমির অধিগ্রহণ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন।	মাধবপুর,নবীগঞ্জ এবং চুনারুঘাট উপজেলা মডেল মসজিদের জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম জরুরিভিত্তিতে গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়।	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), হবিগঞ্জ।
	নিয়মিত আলোচ্য বিষয়:		
৪০	**জেলা আইসিটি ব্যবস্থাপনা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ (ভিশন ২০২১):**		
	আইসিটি সংক্রান্ত বিষয়াবলি (ন্যাশনাল নেটওয়ার্কের ব্যবহার) :		
	সহকারী কমিশনার (আইসিটি) বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাংলা গভ.নেট এবং ইনফো-সরকার-২ প্রকল্পের মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ১৮,১৩০টি সরকারি দপ্তরকে সরকারি ইন্ট্রা-নেটওয়ার্ক এর আওতায় আনা হয়েছে। সকল সরকারি ওয়েব পোর্টাল ও ই-ফাইলিং সিস্টেম ইত্যাদি অ্যাপ্লিকেশন সেবা জাতীয় ডাটা সেন্টার হতে এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। প্রতিটি জেলার সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, টিটিসি, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং এইচএসটিটিআই-এ একটি করে মোট ৮০১টি ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম প্রদান করা হয়েছে ও সকল সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য নিজস্ব মোবাইল অ্যাপস্ "আলাপন" তৈরী করা হয়েছে। এ জেলার সকল কর্মকর্তাকে 'আলাপন' অ্যাপস্ ডাউনলোড করত: ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করেন।	সকল সরকারি ওয়েব পোর্টাল ও ই-ফাইলিং সিস্টেম ইত্যাদি অ্যাপ্লিকেশন সমূহের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং 'আলাপন' অ্যাপস্ ডাউনলোড করে ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও সদস্য সচিব, জেলা আইসিটি কমিটি/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)/ বিভাগীয় প্রধান (সকল), হবিগঞ্জ।
৪১	**ওয়েব পোর্টাল (www.habiganj.gov.bd):**		
	সহকারী কমিশনার (আইসিটি) জানান, ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের পোর্টালসমূহ হালনাগাদকরণ এবং নিয়মিত তথ্যাদি সন্নিবেশকরণ আবশ্যক।	ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদকরণ এবং নিয়মিত তথ্যাদি সন্নিবেশকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয়।	বিভাগীয় প্রধান (সকল), হবিগঞ্জ।
৪২	**জেলা ই-সেবা কেন্দ্র ও ফ্রন্ট ডেস্ক:**		
	সহকারী কমিশনার (আইসিটি) জানান যে, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সকল শাখা ইন্টারনেট সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে এবং ডিজিটাল প্রযুক্তিতে সকল ধরনের আবেদন জেলা ই-সেবা কেন্দ্রে গ্রহণ ও নকল/পর্চা ই-সেবা কেন্দ্র হতে সরবরাহ করা হচ্ছে।	সেবা প্রদান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অনুরোধ করা হয়।	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও সদস্য সচিব, জেলা আইসিটি কমিটি, হবিগঞ্জ।
৪৩	**পোর্টাল ও ফেসবুক সংক্রান্ত :**		
	সহকারী কমিশনার (আইসিটি) জানান যে, হবিগঞ্জ ওয়েব পোর্টালে নিজ নিজ তথ্য আপলোড ও আপডেট করা এবং স্ব স্ব অফিসের ফেসবুক পেইজ জেলা প্রশাসকের ফেইসবুক পেইজ এর সাথে লিংক করে এ কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে। এছাড়া এ জেলার সকল দপ্তরসহ উপজেলার সকল দপ্তরের ফেইসবুক পেইজ থাকতে হবে।	ওয়েব পোর্টালে নিজ নিজ তথ্য আপলোড/আপডেট করা এবং ফেইসবুক একাউন্ট ও ফেইসবুক পেইজ খুলে লিংক তৈরি করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	বিভাগীয় প্রধান (সকল), হবিগঞ্জ/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), হবিগঞ্জ।
৪৪	**তথ্য অধিকার আইনঃ**		
	সহকারী কমিশনার, তথ্য ও অভিযোগ শাখা বলেন যে, ২০০৯ সনের তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলীর আলোকে তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।	তথ্য প্রাপ্তি ও তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	বিভাগীয় প্রধান (সকল), হবিগঞ্জ।

৪৫	**জেলা ব্র্যান্ডিং সংক্রান্ত :**		
	সহকারী কমিশনার (সাধারণ) জানান , জেলা ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমে জেলার সকল স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য এটুআই প্রোগ্রাম কর্তৃক ফেইসবুকে 'জেলা ব্র্যান্ডিং' গ্রুপ (www.fb.com/groups/districtbranding bangladesh) তৈরী করা হয়েছে। এই ফেসবুক গ্রুপে নিজ জেলার ব্র্যান্ডিং সংক্রান্ত বিষয় নিয়মিত পোস্ট করার পাশাপাশি গ্রুপে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া এটুআই প্রোগ্রাম ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ফেসবুকে 'পাবলিক সার্ভিস ইনোভেশন বাংলাদেশ' গ্রুপ (www.fb.com/groups/publicserviceinnovationlog) খোলা হয়েছে। এ গ্রুপে উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাগণসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ যুক্ত আছেন। কিন্তু এ বিভাগের জেলা ও উপজেলার কর্মকর্তাদের এ গ্রুপে সরব উপস্থিতি/কার্যক্রম আশানুরুপ নয়। এ গ্রুপে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জরুরিভিত্তিতে যুক্ত হওয়াসহ চলমান পাইলটিং উদ্যোগ, উদ্ভাবন বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ ও নতুন নতুন উদ্ভাবনী আইডিয়া নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা এবং মতামত প্রদানের জন্য বিভাগীয় কমিশনার মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন।	'পাবলিক সার্ভিস ইনোভেশন বাংলাদেশ' ও 'জেলা ব্র্যান্ডিং' গ্রুপে জেলা-উপজেলার সরকারি কর্মকর্তাদের সংযুক্ত হওয়া এবং জেলার ব্র্যান্ডিং সংক্রান্ত বিষয় সংশ্লিষ্ট ফেইসবুক গ্রুপে পোস্ট করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	বিভাগীয় প্রধান (সকল), হবিগঞ্জ।
৪৬	**পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার সংক্রান্ত:**		
	সহকারী কমিশনার (সাধারণ) বলেন যে, 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ এ ধান, গম, ভূট্টা, চিনি, চাল ইত্যাদি পণ্য সংরক্ষণে পাটের বস্তা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।	নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়।	বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, হবিগঞ্জ/ মূখ্য পরিদর্শক, পাট অধি:, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
৪৭	**ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩:**		
	ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ এর সঠিক প্রয়োগ সংক্রান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা মহোদয়ের ০১/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পবম/পদূনি-১/বিবিধ/ ২/২০১৪-১৮৯নং ডিও পত্রের আলোকে আইনটির যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।	ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ এর সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়।	বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, হবিগঞ্জ/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার(সকল),হবিগঞ্জ
৪৮	**নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ :**		
	নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩-এর মাধ্যমে উৎপাদন, আমদানি ও বিপণনসহ সকল স্তরে খাদ্য নিরাপদ রাখা নিশ্চিতকরণ; খাদ্যের নিরাপদ মান নির্ধারণে অসমতা প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে ভোক্তা, খাদ্য উৎপাদনকারী ও খাদ্য ব্যবসায়ী তথা সর্বস্তরের জনগণকে অধিকতর সচেতন করা এবং সচেতনতাকে অনুশীলনে পরিণত করা আবশ্যক। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উপজেলা পরিষদের মাসিক সভায় নিয়মিত আলোচনা/গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিতকরণের জন্য অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), হবিগঞ্জ।
৪৯	**সমন্বিত উন্নয়ন উদ্যোগ :**		
	সহকারী কমিশনার (সাধারণ) বলেন যে, বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী 'সমন্বিত উন্নয়ন উদ্যোগ' এর ৫টি অংশ-(Component) যথাক্রমে Education, Immunization, Contraception, Nutrition, Sanitation সংক্রান্ত কার্যক্রম সদর উপজেলাধীন ৯নং নিজামপুর ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। মন্ত্রিসভা বৈঠকে এ কার্যক্রম প্রশংসিত হয়েছে । এ সমন্বিত উন্নয়ন উদ্যোগ বাস্তবায়নে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ এবং গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি, হবিগঞ্জ বলেন যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে সদর উপজেলার ৯নং নিজামপুর ইউনিয়নে বাস্তবায়িত 'সমন্বিত উন্নয়ন উদ্যোগ' কার্যক্রমকে অনুসরণপূর্বক তা অন্যান্য সকল উপজেলায় কমপক্ষে ০২টি ইউনিয়নে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	'সমন্বিত উন্নয়ন উদ্যোগ' কার্যক্রম প্রত্যেক উপজেলায় কমপক্ষে ০২টি ইউনিয়নে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য এবং গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে প্রতি মাসের ০১ তারিখের মধ্যে এ কার্যালয়ে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা চেয়ারম্যান (সকল)/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), হবিগঞ্জ।
৫০	**বিবিধ:**		
	অর্থনৈতিক অঞ্চল :		
	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়)-এর ১৭/১২/২০১৫খ্রিঃ তারিখের ০৩.৭৫৯.০১৬. ০০.০০.০২০.২০১৫-১৪৭১ নং স্মারকে জারীকৃত পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলার চান্দপুর চা বাগান সংলগ্ন এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করার লক্ষ্যে যথাযথ উদ্যোগ অব্যাহত রাখা প্রয়োজন বলে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।	ইকোনমিক জোন বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য জনপ্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা চেয়ারম্যান/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চুনারুঘাট।

	পর্যটন উন্নয়ন:		
৫১	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও সদস্য সচিব, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, ঢাকা এর ৩১.১২.১৭ তারিখের ৮৩৭ নং স্মারকপত্র সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় অবহিত করা হয় যে, হবিগঞ্জ জেলাকে পর্যটন নগরী হিসাবে গড়ে তোলার জন্যে ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পর্যটনকে এক জেলা এক পণ্য হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে। 'পাহাড় টিলা হাওর বন হবিগঞ্জের পর্যটন' এই স্লোগানকে সামনে রেখে হবিগঞ্জকে পর্যটন নগরী হিসাবে গড়ে তোলার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	'পাহাড় টিলা হাওর বন হবিগঞ্জের পর্যটন' এই স্লোগানকে সামনে রেখে হবিগঞ্জকে পর্যটন নগরী হিসাবে গড়ে তোলার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	বিভাগীয় প্রধান (সকল) উপজেলা চেয়ারম্যান/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, (সকল), হবিগঞ্জ।
	প্রবাসী কল্যাণ সংক্রান্ত :		
৫২	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও সদস্য সচিব , জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি বলেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের১৬/১১/২০১৭খ্রি:তারিখের ৪৯.০০.০০০০.১০২.১৮.০৬৫.১৬-১২৯৫নং স্মারকের পত্রে জানানো হয়েছে যে ১৪ জুন ২০১৭ তারিখে সৌদি আরব ও মালয়েশিয়াসহ ১৪ টি দেশে কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে যৌক্তিক অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে সৌদি আরবের অভিবাসন ব্যয় যৌক্তিক সীমায় সর্বোচ্চ ১,৬৫,০০০/-টাকা, মালয়েশিয়া কারখানা শ্রমিকের ১,৬০,০০০/- কৃষি শ্রমিকের ১,৪০,০০০/-, লিবিয়া-১,৪৫,৭৮০/- বাহরাইন-৯৭,৭৮০/- সংযুক্ত আরব আমিরাত-১,০৭৭৮০/- কুয়েত-১,০৬,৭৮০/-সালতানাত অব ওমান- ১,০০,৭৮০/- ইরাক-১,২৯,৫৪০/- কাতার-১,০০,৭৮০/- জর্ডান-১,০২,৭৮০/- মিশর-১,২০,০৮০/- রাশিয়া-১,৬৬,৬৪০/-মালদ্বীপ-১,১৫৭৮০/- ব্রুনাই দারুস সালাম-১,২০,৭৮০/- এবং লেবানন ,১,১৭,৭৮০/- টাকা ধার্য করা হয়েছে। নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয় বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয় এবং উপজেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় সভায় আলোচনার জন্য অনুরোধ করা হয়।	সৌদি আরবসহ উল্লেখিত অন্যান্য দেশের যৌক্তিক সীমায় ধার্যকৃত অভিবাসন ব্যয়ের বিষয়টি বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভার আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা চেয়ারম্যান (সকল)/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), হবিগঞ্জ।
	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেইজ-II প্রজেক্ট(এনএটিপি-২) সংক্রান্ত :		
৫৩	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও সদস্য সচিব, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি বলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কৃষি সেক্টরের উন্নয়ন কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে 'ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম- ফেইজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)' শীর্ষক একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে যা গত অক্টোবর ২০১৫ হতে শুরু হয়েছে এবং ২০২১ সাল পর্যন্ত চলবে। প্রকল্পটি বিশ্বব্যাংক, ইফাদ, ইউএসএআইডি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর যৌথ অর্থায়নে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর তত্ত্বাবধানে ৫টি বাস্তবায়ন ইউনিটের মাধ্যমে ৫৭টি জেলায় ২৭০টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পে হবিগঞ্জ জেলার আজমিরীগঞ্জ, মাধবপুর, বানিয়াচং এবং নবীগঞ্জ উপজেলাকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মহোদয়ের ২৪.০৯.২০১৮ তারিখের আধা সরকারি পত্র নং-এনএটিপি-২/পিএমইউ-২১/GC/২০১৭/১২১৮(৪৯) পত্রটি ইতোমধ্যে অত্র কার্যালয়ের ১৬.১০.২০১৮ তারিখের ৫৪১ নং স্মারক মূলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য জরুরিভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং প্রতিমাসের উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় অগ্রগতি সর্ম্পকে অবহিত করতে হবে।	'ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম- ফেইজ II প্রজেক্ট(এনএটিপি-২)' এর বাস্তবায়নের জন্য জরুরিভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করার এবং প্রতিমাসের উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় অগ্রগতি সর্ম্পকে অবহিত করার অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মাধবপুর/নবীগঞ্জ/ বানিয়াচং/ আজমিরীগঞ্জ।

জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি উন্নয়ন সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি আরো বলেন, উন্নয়ন কর্মকান্ড সঠিকভাবে পরিচালনা করার কারণেই আজ বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। এ ধারা অব্যাহত রেখে আরো উন্নতির জন্য সবাইকে কাজ করতে হবে যেন এ জেলা মডেল জেলা হিসাবে পরিগণিত হয়। তাছাড়া তিনি উপজেলা, পৌরসভা , ইউনিয়ন বাতায়ন এবং ডিজিটাল সেন্টার হালনাগাদকরণসহ নিয়মিত তথ্য আপলোডের জন্যও অনুরোধ করেন। তিনি বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০ টি বিশেষ উদ্যোগ বাস্তবায়নে সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। ভিক্ষুকমুক্ত জেলা গঠনের লক্ষ্যে ভিক্ষুক জরিপ কার্যক্রমসহ তাদের পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে তহবিল সংগ্রহ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, প্রতিটি বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। বিশেষ করে প্রকৌশল ও উন্নয়ন বিভাগসমূহকে তাঁর বিভাগের আওতাভূক্ত উন্নয়ন কাজের তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে এবং নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে । তিনি সকল উন্নয়ন কাজ স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে বাস্তবায়ন করার জন্য সকলকে অনুরোধ জানান।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মাহমুদুল কবীর মুরাদ)
জেলা প্রশাসক
ও
সভাপতি
জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি, হবিগঞ্জ
ফোন ০৮৩১ ৬২১০০
ফ্যাক্স ০৮৩১ ৬১২০৫
email: dchabiganj@mopa.gov.bd

স্মারক নং-০৫.৪৬.৩৬০০.০০৯.১২.০০১.২০১৮- (১০০) তারিখ : ফেব্রুয়ারি ২০১৯

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১.মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয় (ভবন নং ১), ঢাকা।
০২.মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩.সিনিয়র সচিব, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় (ভবন নং ৬), ঢাকা।
০৪.সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় (ভবন নং ৭), ঢাকা।
০৫.সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় (ভবন নং ৪), ঢাকা।
০৬.সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় (ভবন নং ৬), ঢাকা।
০৭.সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় (ভবন নং ৬), ঢাকা।
০৮.সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় (ভবন নং ৬), ঢাকা।
০৯.সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণলয়, বাংলাদেশ সচিবালয় (ভবন নং ৭), ঢাকা।
১০.সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় (ভবন নং ৪), ঢাকা।
১১.সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় (ভবন নং ৭), ঢাকা।
১২.সচিব, সেতু বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সেতু ভবন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, বনানী, ঢাকা।
১৩.সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় (ভবন নং ৪), ঢাকা।
১৪.সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় (ভবন নং ৬), ঢাকা।
১৫.সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় (ভবন নং ৬), ঢাকা।
১৬.সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানী ও খনিজসম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় (ভবন নং ৬), ঢাকা।
১৭.সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় (ভবন নং ৬), ঢাকা।
১৮.সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় (ভবন নং ৬), ঢাকা।
১৯.সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় (ভবন নং ৩), ঢাকা।
২০.সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় (ভবন নং ৫), ঢাকা।
২১.সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় (ভবন নং ৪), ঢাকা।
২২.সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ; ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয় (ভবন নং ৭), ঢাকা।
২৩.সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ; ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয় (ভবন নং ৭), ঢাকা।
২৪.সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় (ভবন নং ৮), ঢাকা।
২৫.সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় (ভবন নং ৬), ঢাকা।
২৬.সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় (ভবন নং ৬), ঢাকা।
২৭.সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় (ভবন নং ৭), ঢাকা।
২৮.সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেল ভবন, ১৬ আব্দুল গণি সড়ক, ঢাকা।
২৯.সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় (ভবন নং ৬), ঢাকা।
৩০.বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট।
৩১.চেয়ারম্যান, বিটিসিএল, ৩৭/ই, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।
৩২.চেয়ারম্যান, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা।
৩৩.চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, বিসিক, ঢাকা।
৩৪.ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট, পুরাতন বন ভবন, ১০১ মহাখালী, ঢাকা-১২১২।
৩৫.মহা-পরিচালক (অতিরক্তি সচিব),পাট অধিদপ্তর, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ১০,বীর উত্তম শহীদ আশফাকুল সামাদ সড়ক, মতিঝিল বা/এ,ঢাকা-১০০০।
৩৬.মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, ৫ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
৩৭.মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর, সেকশন-২, ঢাকা-১২১৬।
৩৮.মহা-পরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, (বাড়ি-১০৩, সড়ক-১, বনানী, ঢাকা-১২১৩), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৯.মহা-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪০.মহা-পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৪১.মহা-পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালি, ঢাকা।
৪২.প্রকল্প পরিচালক, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, প্রবাসী কল্যাণ ভবন (লেভেল ১৩),৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা
১০০০।
৪৩. ব্যবস্থাপনা পরিচালক,পিজিসিবি লিঃ,আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক
(সার্বিক)
ও
সদস্য সচিব
জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি,
হবিগঞ্জ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো।

০১। পুলিশ সুপার, হবিগঞ্জ।
০২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, হবিগঞ্জ/ উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, হবিগঞ্জ।
০৩। সিভিল সার্জন, হবিগঞ্জ/ তত্ত্বাবধায়ক, আধুনিক সদর হাসপাতাল, হবিগঞ্জ।

০৪। অধ্যক্ষ, শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ/বৃন্দাবন সরকারি কলেজ/সরকারি মহিলা কলেজ,হবিগঞ্জ।
০৫। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সাঃ/রাঃ/ শিক্ষা ও আইসিটি)/বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, হবিগঞ্জ।
০৬। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, আজমিরীগঞ্জ/চুনারুঘাট/নবীগঞ্জ/বাহুবল/বানিয়াচং/মাধবপুর/লাখাই/হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ।
০৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত/স ও জ/এলজিইডি/বাপাউবো/বিউবো/জনস্বাস্থ্য/....., হবিগঞ্জ।
০৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আজমিরীগঞ্জ/চুনারুঘাট/নবীগঞ্জ/বাহুবল/বানিয়াচং/মাধবপুর/লাখাই/হবিগঞ্জ সদর/শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ।
০৯। মেয়র/প্রশাসক, হবিগঞ্জ/নবীগঞ্জ/শায়েস্তাগঞ্জ/মাধবপুর/চুনারুঘাট/আজমিরীগঞ্জ পৌরসভা, হবিগঞ্জ।
১০। ....., হবিগঞ্জ।